চার হাত-পা ভেঙে দেয়া সেই অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যু

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় রহিমানপুর গ্রামে স্বামীর রডের পিটুনিতে চার হাত-পা ভেঙে যাওয়া সেই অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যু হয়েছে।

রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৩ দিন চিকিৎসা পর পারভিন আক্তার
(২৪) নামের ওই নারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মারা যান।

পারভিন ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার বড়বাড়ি ইউনিয়নের মালঞ্চা গ্রামের শফিকুল ইসলামের মেয়ে।

ঠাকুরগাঁও থানার ওসি তানভিরুল ইসলাম জানান, গত ১৮ সেপ্টেম্বর তার স্বামী নূর ইসলাম পিটিয়ে পারভিনের চার হাত-পা ভেঙে দেন। এ ঘটনায় ঠাকুরগাঁও থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগীর বাবা। সেই মামলায় নূর ইসলাম গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে রয়েছেন।

রহিমানপুর ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল হান্নান হান্নু জানান, নূর ইসলাম তার স্ত্রীকে ঘরের দরজা ভেতর থেকে তালা দিয়ে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে দুই হাত ও দুই পা ভেঙে দেন। পরে পরিবারের লোকজন দরজা ভেঙে পারভিনকে উদ্ধার করে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পারভিন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।
সূত্র- যুগান্তর

যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা, আজারবাইজানের পাশে তুরস্ক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ইউএনও ওয়াহিদা খানম

দীর্ঘ প্রায় এক মাস চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটের ইউএনও ওয়াহিদা খানম।

বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

আগামী ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন চিকিৎসকরা।
প্রসঙ্গত, গত ২ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ইউএনওর সরকারি বাসভবনে ঢুকে হামলা করে দুর্বৃত্তরা। প্রথমে গেটে দারোয়ানকে বেঁধে ফেলে তারা। পরে বাসার পেছনে গিয়ে মই দিয়ে উঠে ভেন্টিলেটর ভেঙে বাসায় প্রবেশ করে হামলাকারীরা।

ভেতরে ঢুকে ভারী ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ইউএনও ওয়াহিদাকে গুরুতর আহত করে তারা। এ সময় মেয়েকে বাঁচাতে এলে বাবা মুক্তিযোদ্ধা ওমর আলী শেখকে (৭০) জখম করে দুর্বৃত্তরা। পরে তারা অচেতন হয়ে পড়লে মৃত ভেবে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। ভোরে স্থানীয়রা টের পেয়ে তাদের উদ্ধার করেন।

ওয়াহিদাকে প্রথমে রংপুরে ও পরে রংপুর থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে ঢাকায় আনা হয়। এতদিন তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

রিফাত হত্যা: স্ত্রী মিন্নিসহ

৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

বরগুনার বহুল আলোচিত শাহনেওয়াজ রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় মিন্নিসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড ও চারজনকে খালাস দেয়া হয়েছে।

বুধবার দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. আছাদুজ্জামান এ রায় দেয়।

এর আগে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আদালতে হাজির করা হয় এ মামলার প্রাপ্তবয়স্ক ৯ আসামিকে।

উল্লেখ্য, রিফাত হত্যা মামলায় ২৪ জনকে আসামি করে দুটি ভাগে গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর চার্জশিট দেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। এর মধ্যে ১০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ১৪ জন শিশু আসামি।

২০১৯ সালের ২৬ জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনের সড়কে রিফাত শরীফকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে জখম করে নয়ন বন্ডের গড়া কিশোর গ্যাং বন্ড গ্রুপ। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ২ জুলাই মামলার প্রধান আসামি নয়ন বন্ড সন্ত্রাসীর গুলিতে নিহত হন।

বাবরি মসজিদ মামলার রায় আজ

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে গুড়িয়ে দেয়া হয় ১৫ শতকের ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ। ২৮ বছর পর সেই ঘটনার মামলার রায় হচ্ছে আজ (৩০ সেপ্টেম্বর)।

আজ সকাল ১০টায় রায় ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু হবে। রায় ঘোষণা করবেন বিচারক সুরেন্দ্রকুমার যাদব রায়। রায় ঘোষণার সময় অভিযুক্তদের সশরীরে আদালতে হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নোভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এই মুহূর্তে হৃষীকেশের হাসপাতালে ভর্তি উমা ভারতী।

এদিকে বয়সজনিত কারণে লালকৃষ্ণ আদবাণী এবং মুরলিমনোহর জোশী

আদালতে যাবেন না বলে জানিয়েছেন আদবাণীর সচিব দীপক চোপড়া। আদালত ব্যবস্থা করলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁরা আদালতে হাজিরা দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

সূত্রঃ আনন্দবাজার

কর না দিতে যে কৌশলের আশ্রয় নেন ট্রাম্প, প্রকাশ্যে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি বিভিন্ন কারণে বছরজুড়েই গণমাধ্যমের শিরোনামে থাকেন। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১০ বছর কর না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এভাবে তিনি বিশাল অংকের কর ফাঁকি দিয়েছেন বলে গণমাধ্যমের খবরে জানা যায়।

এবার প্রকাশ্যে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প করযোগ্য আয়ের পরিমাণ কম দেখাতে তার মেয়ে ইভানকাকে পরামর্শক হিসেবে দেখিয়েছেন।

জানা গেছে, ২০১০-২০১৮ সাল পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যয় করেছেন ২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ ডলারই গেছে মেয়ে ইভানকা ট্রাম্পের অ্যাকাউন্টে। আর এভাবে তিনি পরামর্শ ফি বাবদ একটি মোটা অংকের অর্থ ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে দেখিয়েছেন।

যদিও কর বিবরণীতে পরামর্শকদের কোনও পরিচয় উল্লেখ নেই। কিন্তু ২০১৭ সালে ইভানকা ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন, তখন তার দেওয়া সেই আর্থিক বিবরণীর সঙ্গে এই গোপন কর নথি মিলিয়ে দেখলে এর প্রমাণ মেলে।

সে সময় ইভানকা জানান, তিনি তার মালিকানা রয়েছে এমন একটি পরামর্শক সংস্থার কাছ থেকে ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৬২২ ডলার ফি হিসেবে পেয়েছেন। হাওয়াই ও ভ্যাংকুভারে ট্রাম্প অরগানাইজেশনের মালিকানাধীন হোটেল প্রকল্প থেকে ঠিক এই পরিমাণ অর্থই পরামর্শক ফি হিসেবে দেওয়া

হয়েছিল। অথচ ডোনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন কোম্পানিতে নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যুক্ত রয়েছেন ইভানকা। ফলে তিনি সেই প্রকল্প থেকে পরামর্শক ফি নিয়েছেন, যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে তিনি রয়েছেন এবং যার লভ্যাংশের একটি অংশ যায় তার পকেটে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্তত দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইভানকা ট্রাম্প একই সঙ্গে দুটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিজের বাবার মালিকানাধীন কোম্পানিতে তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত বড় কর্মকর্তার ভূমিকায় যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন পরামর্শকের ভূমিকায়ও। দুই ভূমিকাতেই বড় অংকের অর্থ তিনি নিয়েছেন। আর এই ভূমিকার কারণে তার বাবা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করযোগ্য আয় থেকে সাড়ে ৭ লাখ ডলার কমিয়ে ফেলতে পেরেছেন।

এ বিষয়ে অবশ্য ট্রাম্প অরগানাইজেশনের আইনজীবীর কাছ থেকে মন্তব্য চেয়েও পায়নি সিএনএন। সংবাদমাধ্যমটি জানায়, ইভানকার নামে পরামর্শক ফি হিসেবে এই অর্থ দেখানোটা অনৈতিক। নিউইয়র্ক টাইমস হয়তো এর চিহ্নটিই কেবল প্রকাশ্যে আনতে পেরেছে। কারণ, ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে পরামর্শক ফি বাবদ ট্রাম্পের দেখানো ২ কোটি ৬০ লাখ ডলার কোথায়, কার কাছে গেছে, তার কোনও হদিস নেই। ইভানকার অংশটি বাদ দিলে বাকি আড়াই কোটি ডলার কার কাছে গেছে, তার কোনও খোঁজ নেই।

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে ইভানকা ট্রাম্পের কার্যালয় ট্রাম্পের প্রচার দলের সঙ্গে কথা বলা অনুরোধ করে সিএনএনকে। আর ট্রাম্পের প্রচার দলের মুখপাত্র টিম মারটাগ পুরো বিষয়টিকেই ‘ভুয়া’ আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

চাঞ্চল্যকর রিফাত হত্যা মামলার

রায় আজ, সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় ঘোষণা হবে আজ বুধবার। বরগুনার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আছাদুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করবেন।

প্রাপ্তবয়স্ক এই আসামিদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে গত ১৬ সেপ্টেম্বর রায়ের জন্য এ দিন নির্ধারণ করেন।

এছাড়া এ মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক অন্য ১৪ আসামির বিরুদ্ধেও সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বরগুনা নারী ও শিশু আদালতে এই সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক শেষ হয়। যেকোনও দিন রায়ের তারিখ নির্ধারণ করতে পারেন আদালত।
সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটি ঘটে ২০১৯ সালের ২৬ জুন। ওই দিন সকালটি আর ১০টি সকালের মতোই শুরু হয়েছিল রিফাত শরীফের। কিন্তু সেই সকালটি হয় তার জীবনের শেষ সকাল। বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে হঠাৎ কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনীর হামলার শিকার হন রিফাত। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি।

কিন্তু বর্বরচিত এই হত্যাকাণ্ড সারাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনী প্রকাশ্যে রিফাতকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিন বিকালেই বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

যেভাবে খুন হন রিফাত

বুধবার, ২৬ জুন সকালে বরগুনা সরকারি কলেজে যান রিফাতের স্ত্রী মিন্নি। পরে স্ত্রীকে তাকে আনতে কলেজে তিনি। মিন্নিকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ থেকে বের হচ্ছিলেন রিফাত। কলেজের গেটে ওঁৎ পেতে থাকা কিছু সন্ত্রাসী রিফাতকে কলেজ গেট থেকে টেনে নিয়ে নয়ন বন্ড ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে নিয়ে যায়। তারা রিফাতের ওপর আক্রমণ করে। হঠাৎ নয়ন বন্ড দৌঁড়ে গিয়ে একটি রামদা নিয়ে আসে। এরপর সেটি দিয়ে উপর্যুপরি কোপাতে থাকে রিফাতকে। এসময় মিন্নি অনেক চেষ্টা করেও ফেরাতে পারেনি হামলাকারীদের। পরে একটি রিকশায় করে হাসপাতালে

নেওয়া হয় রিফাতকে। দূর থেকে এই দৃশ্য কে বা কারা ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। নয়নের কোপানোর দৃশ্য দেখলে যে কেউ আঁতকে উঠবেন।

কে এই নয়ন বন্ড?

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের তথ্যমতে, পৌর শহরের বিকেবি রোডের শহরের ধানসিঁড়ি এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকির ছেলে সাব্বির হোসেন নয়ন। তিনি ছিলেন মাদকাসক্ত। শুধু তাই নয়, রিফাত হত্যা মামলার প্রধান আসামি নয়ন বন্ড ছিলেন অপরাধ জগতের পরিচিত মুখ। পরে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।

এই নয়নের কারণে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। ‘কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত’ বনে যাওয়ার মতো ছিঁচকে চুরি আর ছিনতাইয়ের মধ্য দিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসীতে পরিণত হয় বরগুনার সাব্বির হোসেন নয়ন।

দলীয় কোনও পদ-পদবি না থাকলেও সরকারি দলের ছত্রছায়ায় থেকে ছিঁচকে চোর থেকে বরগুনার শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীতে পরিণত হয় সে। মাদক বিক্রির পাশাপাশি পৌর শহরের বিকেবি রোডের ধানসিঁড়ি এলাকার নিজ বাসায় মাদকসেবীদের মাদক সেবনের সুযোগও করে দিত নয়ন। সুবিধা পাওয়ায় মাদকসেবীরাও ভিড়ত তার কাছে। এভাবে ধীরে ধীরে বরগুনা শহরের মাদকের ডন বনে যায় সে। নিজের বাসা মাদকের আখড়ায় পরিণত করে নয়ন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মিন্নির মৃত্যুদণ্ড না হলেও যেন যাবজ্জীবন হয়: রিফাতের বাবা

বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোষণা করবেন আদালত। এরই মধ্যে এ মামলার একমাত্র জামিনপ্রাপ্ত আসামি আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি আদালতে হাজির

হয়েছেন। আদালতে পৌঁছেছেন রিফাত শরীফের পরিবারও।

রিফাতের বাবা আবদুল হালিম দুলাল শরীফ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেছেন, রিফাত শরীফ হত্যা মামলার রায়ে সব আসামির যেন সর্বোচ্চ শাস্তি হয়। মিন্নির মৃত্যুদণ্ড না হলেও যেন যাবজ্জীবন হয়। আজ বুধবার সকালে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ’আমি চাইবো যারা প্রকৃত দোষী তাদের যেন আদালত সর্বোচ্চ শাস্তির রায় দেন আর যারা নির্দোষ তারা যেন নায্য বিচার পায়। ওই ছেলেগুলো (রিফাত হত্যা মামলার আসামি) এখনো উঠতি বয়সী। আজ তাদের পরিবারগুলো ধ্বংসের মুখে। আমি তো ছেলে হারিয়েছি, তারাও ধ্বংসের মুখে পড়েছে। শুধু মিন্নির প্ররোচনায় এমন ঘটনা ঘটেছে।
‘

তবে আসামিদের মধ্যে মিন্নি বেকসুর খালাস পাবেন বলে আশা করছেন তার আইনজীবী মাহবুবুল বারী। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিন্নি আদালতের রায়ে বেকসুর খালাস পাবে। মিন্নি তার স্বামী রিফাত শরীফকে সেদিন রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, যা ভাইরাল হওয়া ভিডিও প্রমাণ। শুধু তাই নয়, আহত রিফাত শরীফকে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এদিকে, এ মামলার রায়ে রিফাতের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি বেকসুর খালাস পাবে বলে প্রত্যাশা তার বাবা মো. মোজাম্মেল হোসেন কিশোরের। মিন্নির বাবা মোজাম্মেল হোসেন কিশোর বলেন, আমরা আসলেই হয়রানির শিকার। জীবন বাজি রেখে মিন্নি তার স্বামীকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। অথচ মিন্নি প্রধান সাক্ষী থেকে এখন আসামির কাঠগড়ায়, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

টিকটক ভিডিওর কথা বলে ৪

কিশোরীকে ‘ধর্ষণ’, যুবক গ্রেফতার

রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকায় চার কিশোরীকে আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দেওয়ার রসুল হৃদয় (২৫) নামে ওই যুবককে ভাটারা থানার কুড়িল থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সোমবার রাতে পুলিশের গুলশান বিভাগের উপকমিশনারের (ডিসি) কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। পরে এ বিষয়ে গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিও পাঠানো হয়।
পুলিশ জানায়, হৃদয় কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে টিকটক ও লাইকির জন্য ভিডিও বানায়। এর সূত্র ধরেই গত ১৬ থেকে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঁচ কিশোরী হৃদয়ের কুড়িলের বাসায় আসে। হৃদয় ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাদের আটকে রাখে এবং চারজনকে একাধিকবার ধর্ষণ করে। রোববার এক কিশোরী হৃদয়কে আসামি করে ভাটারা থানায় মামলা করে। পরে পুলিশ আসামি হৃদয়কে গ্রেফতার করে।

সুত্র- যুগান্তর

জাহালমের ক্ষতিপূরণের রায় পিছিয়ে বুধবার

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় ভুল আসামি হয়ে ২৬ মামলায় প্রায় তিন বছর কারাভোগ করা পাটকল শ্রমিক জাহালমকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিষয়ে রায় ঘোষণার জন্য বুধবার নির্ধারণ করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার বিচারপতি এফআরএম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কেএম কামরুল কাদেরের ভার্চ্যুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ এ দিন ধার্য করেন।

আদালতে দুদকের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। ব্র্যাক ব্যাংকের পক্ষে মামলার শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী আনিসুল হাসন। সোনালী ব্যাংকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শেখ জাকির হোসেন।

রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ বাশার।

আজ কার্যতালিকায় এটি রায়ের জন্য ছিল। কিন্তু এ দিন দুদক, সোনালী ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক নিজেদের পক্ষে শুনানি করেন। এরপর আদালত রায়ের জন্য বুধবার দুপুর দুইটায় সময় নির্ধারণ করেন।

গত বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর রায়ের জন্য দিন ঠিক করেন। চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি জাহালমের ক্ষতিপূরণ প্রশ্নে রুলের শুনানি শেষে যেকোনো দিন রায় ঘোষণা করবেন বলে অপেক্ষমাণ (সিএভি) রাখেন আদালত।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন